ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৬

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

উসমানি খিলাফতের ইতিহাস

[দ্য অটোমান এম্পায়ার]

(শেষ খণ্ড)

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৬

উসমানি খিলাফতের ইতিহাস

[দ্য অটোমান এম্পায়ার]

(শেষ খণ্ড)

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

পঞ্চম মুদ্রণ : মে ২০২৩
২য় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২০
প্রকাশকাল : ১ নভেম্বর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬০০, US $ 20, UK £ 15

প্রচ্ছদ : কাজী সফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-7-4

Usmani Khilafoter Etihas[2nd]
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

খিলাফত পতনের সূচনাকাল # ১০

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় সালিম # ১৩

এক : ফরাসি সম্রাট চার্লস পঞ্চমের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন ১৩
দুই : দ্বিতীয় সালিমের কাছে খাওয়ারিজম শাসকের সাহায্য প্রার্থনা ১৫
তিন : সাইপ্রাস জয় ১৬
চার : লেপ্যান্টের যুদ্ধ ১৭
পাঁচ : তুমুল যুদ্ধ ১৮
ছয় : লেপ্যান্ট যুদ্ধোত্তর ইউরোপ এবং উসমানিদের প্রতিক্রিয়া ১৯
সাত : উত্তর আফ্রিকায় ফরাসিদের লোভের বহিঃপ্রকাশ ২০
আট : উসমানি নৌবহরের পুনঃপ্রস্তুতি ২১
নয় : তিউনিসিয়ার ওপর দখলদারত্ব ২১
দশ : কলজ আলি এবং রণপ্রস্তুতি ২২
এগারো : সুলতান কর্তৃক তিউনিস পুনরুদ্ধারের নির্দেশ ২৩
বারো : ইয়ামেনের ওপর সুলতানের আক্রমণ ২৫
তেরো : আদন বিজয় ২৬
চৌদ্দ : সানআয় প্রবেশ ২৮
পনেরো : সুলতান সালিমের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং ইনতিকাল ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান তৃতীয় মুরাদ # ৩২

এক : মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ ৩২
দুই : পোল্যান্ডের সহায়তা এবং সাহায্যচুক্তি নবায়ন ৩৩
তিন : সাফাবি শিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ ৩৪

চার : জেনেসারিবাহিনীর অত্যাচার, অনাচার ও বিদ্রোহ ৩৪
পাঁচ : প্রধানমন্ত্রী সাকুল্লি পাশা হত্যা ৩৪
ছয় : সুলতান মুরাদ এবং ইয়াহুদি সম্প্রদায় ৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ খান # ৩৭

এক : শায়খ সাদুদ্দিন আফেন্দি ৩৮
দুই : সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের কাব্যপ্রতিভা ৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম আহমাদ # ৪০

এক : অস্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে লড়াই ৪০
দুই : সহায়তাচুক্তি নবায়ন ৪১
তিন : শিয়া সাফাবিদের সঙ্গে যুদ্ধ ৪২
চার : বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ৪৪
পাঁচ : ফখরুদ্দিন ইবনু মানি আদ-দুজির বিদ্রোহ ৪৫
ছয় : সুলতান প্রথম আহমাদের ইনতিকাল ৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কতিপয় দুর্বল সুলতান # ৪৯

এক : সুলতান প্রথম মুসতাফা ৪৯
দুই : সুলতান দ্বিতীয় উসমান ৪৯
তিন : সুলতান চতুর্থ মুরাদ ৫০
চার : সুলতান ইবরাহিম ইবনু আহমাদ ৫২
পাঁচ : সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদ ৫৪
ছয় : সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মান খান ৫৫
সাত : সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ ৫৬
আট : সুলতান দ্বিতীয় মুসতাফা ৫৭
নয় : সুলতান তৃতীয় আহমাদ ৫৮
দশ : সুলতান প্রথম মাহমুদ ৬১
এগারো : সুলতান তৃতীয় উসমান ৬৩
বারো : সুলতান তৃতীয় মুসতাফা ৬৩
তেরো : সুলতান প্রথম আবদুল হামিদ ৬৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান তৃতীয় সালিম # ৭১

এক : জিহাদের ব্যাপারে সুলতান তৃতীয় সালিমের সংকল্প ৭২
দুই : উসমানিবাহিনীর পরাজয় ৭৩
তিন : এ চুক্তির ব্যাপারে ইউরোপিয়ানদের অবস্থান ৭৩
চার : চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দফাসমূহ ৭৬
পাঁচ : অভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং বাধাবিপত্তি ৭৮
ছয় : মিসরে উসমানি ও ফরাসিদের যুদ্ধ ৭৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফরাসিদের হামলার শিকড়-সন্ধানে # ৮০

এক : মুসলমানদের শক্তির রহস্য ৮১
দুই : মিসরীয় ঐক্য বিনষ্টকরণ ৮২
তিন : ফরাসিদের বিরুদ্ধে সুলতান সালিমের জিহাদ ঘোষণা ৮৪
চার : ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লিবিয়ার মাহদি দারনাবির যুদ্ধ ঘোষণা ৮৫
পাঁচ : মিসরে ইংরেজদের স্বার্থ ৮৭
ছয় : উসমানি এবং তাদের রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ৮৯
সাত : মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরাসি আক্রমণের প্রভাব ৯৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ # ৯৭

এক : রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ৯৭
দুই : জেনেসারিবাহিনীর বিলুপ্তি ৯৮
তিন : মুহাম্মাদ আলি পাশা মিসরের গভর্নর ১০১
চার : ইতিহাসবিদ জিবরিতির চোখে মুহাম্মাদ আলি ১০২
পাঁচ : মুহাম্মাদ আলি ও ফ্রিম্যাসনারি ১০৩
ছয় : মিসরে ইসলামের ওপর মুহাম্মাদ আলির আঘাত ১০৯
সাত : মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের আন্দোলন এবং ... ১১২
আট : মুহাম্মাদ ইবনু সাউদের সঙ্গে চুক্তি ১১৩
নয় : মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের আন্দোলনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ১১৬
দশ : হিজাজ এবং নজদে মুহাম্মাদ আলির হামলার কারণ ১১৯
এগারো : গ্রিসের বিদ্রোহ ১২৬
বারো : মুহাম্মাদ আলি পাশা এবং গ্রিস ১৩১

তেরো : আলি পাশার শাম দখল এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৩৪

নবম পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম আবদুল মাজিদ # ১৪২

দশম পরিচ্ছেদ

সুলতান আবদুল আজিজ # ১৬৪

এক : সুলতান আবদুল আজিজের পদচ্যুতি ১৬৬

দুই : সুলতান আবদুল আজিজকে হত্যার কারণ ১৬৭

একাদশ পরিচ্ছেদ

সুলতান পঞ্চম মুরাদ # ১৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুলতান আবদুল হামিদের শাসনামল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান আবদুল হামিদের ব্যক্তিত্ব # ১৭৩

এক : চাচা সুলতান আবদুল আজিজের সঙ্গে ইউরোপ সফর ১৭৩

দুই : খিলাফতের বায়আত এবং সংবিধান ঘোষণা ১৭৬

তিন : বলকানের উপদ্রব এবং বিদ্রোহসমূহ ১৮৪

চার : রাশিয়া এবং উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যকার যুদ্ধ ১৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি ঐক্য # ১৯৫

এক : সুলতান আবদুল হামিদ এবং জামালুদ্দিন আফগানি ১৯৯

দুই : সুফিবাদী সিলসিলা ২০২

তিন : উসমানি সালতানাতকে আরবি রঙে রাঙাবার প্রয়াস ২০৫

চার : শিক্ষা এবং পর্দাহীনতার ওপর সুলতানের হস্তক্ষেপ ২০৬

পাঁচ : মাদরাসাতুল আশাইর প্রতিষ্ঠা ২০৯

ছয় : হিজাজ রেললাইনের পরিকল্পনা ২১১

সাত : মানুষের ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টির চেষ্টা ২১৬

আট : সুলতান কর্তৃক শত্রুদের চক্রান্ত বানচাল ২১৭

নয় : লিবিয়ায় ইতালির আগ্রাসন ২১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান আবদুল হামিদ এবং ইয়াহুদি জাতি # ২২২

এক	: দোনমে (DÖNMEH) ইয়াহুদি সম্প্রদায়	২২৩
দুই	: সুলতান আবদুল হামিদ এবং বিশ্ব ইয়াহুদি নেতা থিওডর হার্জেল	২২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান আবদুল হামিদ এবং ইত্তিহাদ ভে তেরাক্কি জেমিয়েতি # ২৬৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুলতান আবদুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতি # ২৪৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইত্তিহাদিদের সরকার এবং সালতানাতে উসমানির বিলুপ্তি # ২৫৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেকুলার তুরস্কে ইসলামের নিদর্শনাবলি # ২৭১

এক	: নিরাপত্তাবিষয়ক সুপ্রিম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত	২৭৫
দুই	: সালামাত পার্টির কার্যক্রম	২৭৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উসমানি খিলাফত বিলুপ্তির কারণ # ২৮৯

এক	: প্রাক্কথন	২৮৯
দুই	: আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আকিদা থেকে বিমুখ হওয়া	২৯২
তিন	: ইবাদতের বোধজ্ঞান সীমিত হয়ে পড়া	৩০০
চার	: শিরক-বিদআতসহ অন্যান্য ভ্রষ্টাচারের প্রসার	৩০৮
পাঁচ	: বিভ্রান্ত সুফিরা	৩১৫
ছয়	: ভ্রান্ত দলসমূহের কার্যক্রম	৩২০
সাত	: দীনদার নেতৃত্ব হারিয়ে যাওয়া	৩২৩
আট	: ইজতিহাদের দরজা বন্ধ ঘোষণা	৩৩২
নয়	: দেশে অত্যাচার ও নিপীড়ন ব্যাপক হওয়া	৩৩৪
দশ	: ভোগবিলাস এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতা	৩৩৮
এগারো	: দ্বন্দ্ব এবং দলাদলি	৩৪০

গ্রন্থের সারসংক্ষেপ # ৩৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

খিলাফত পতনের সূচনাকাল

- সুলতান দ্বিতীয় সালিম
- সুলতান তৃতীয় মুরাদ
- সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ খান
- সুলতান প্রথম আহমাদ
- কতিপয় দুর্বল সুলতান
- সুলতান তৃতীয় সালিম
- ফরাসিদের হামলার শিকড়-সন্ধানে
- সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ
- সুলতান প্রথম আবদুল মাজিদ
- সুলতান আবদুল আজিজ
- সুলতান পঞ্চম মুরাদ

সকল ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ৯৭৪ হিজরি; ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলায়মান কানুনির ইনতিকালের সঙ্গে সঙ্গে উসমানি খিলাফতের সূর্য ক্রমশ অস্তাচলের পথ ধরে; বলতে গেলে সুলতানের জীবদ্দশায় এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো ফুটে ওঠে। কেননা, সুলতান তাঁর স্ত্রী রোকসেলানার[১] কথাবার্তা খুব গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেন। মহিলাটি আমির মুসতাফার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। মুসতাফা (সুলায়মানের বড় ছেলে) ছিলেন একজন বাহাদুর জেনারেল এবং রাজনীতিতে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। যোগ্যতা ও উত্তম আচরণের দরুন জনগণ তাঁকে খুব ভালোবাসত। এ কারণেই সুলতানের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে জেনেসারিবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। অবশ্য সুলাইমান বিদ্রোহ দমন করেন। আর এ বিদ্রোহকে প্রতিপাদ্য বানিয়ে মুসতাফাকে তাঁর এক দুধের শিশুসহ হত্যা করা হয়। অনুরূপ সুলতান তাঁর এক মন্ত্রীর চক্রান্তে[২] পুত্র বায়েজিদকে তাঁর চার সন্তানসহ হত্যা করিয়েছিলেন। এই গৃহদাহ ছিল শক্তিধর উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য বড় এক কলঙ্ক। ফলে রাষ্ট্র পতনের পথ ধরে হাঁটা শুরু করেছিল।

সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে সাম্রাজ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার অন্যতম আরেকটা কারণ ছিল; তিনি অনেক সময় দরবারের উপস্থিতি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর শাসনামলেই রাজকার্যে নারীদের হস্তক্ষেপ শুরু হয়। তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কারণে রোমেলি এবং আনাতোলিয়ায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে।[৩]

---

[১] তিনি হুররেম নামে বেশি পরিচিত।— সম্পাদক।

[২] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি* : ১০২।

[৩] *আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিত তারিখিল উসমানি* : ৯৪।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় সালিম

সুলতান দ্বিতীয় সালিম ৯৭৪ হিজরির ৯ রবিউল আউয়াল ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করেন। পিতা সুলায়মানের বিজয়কৃত এলাকাগুলো ধরে রাখার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। সিসিলিতে মুহাম্মাদ পাশার[৪] মতো যোগ্য মন্ত্রী ও মহান মুজাহিদ না থাকলে এই সালতানাত অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মুহাম্মাদ পাশা আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতাবলে এই মহান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি বহাল রাখেন এবং শত্রুদের অন্তরে ত্রাসের জন্ম দেন। তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করেন। ৯৭৫ হিজরি; ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যে চুক্তির আওতায় অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির অঞ্চলে তাদের মালিকানা বহাল করে এবং আগে থেকে নির্ধারিত বার্ষিক জিজয়া-কর আদায়ে সম্মত হয়। অনুরূপ ট্রান্সিলভেনিয়া, ওয়ালাচিয়া এবং মোল্দাভিয়ার শাসকরাও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়।[৫]

এক. ফরাসি সম্রাট চার্লস পঞ্চমের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন

৯৭৭ হিজরি; ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডের শাসক এবং ফরাসি সম্রাটের মধ্যে একটি চুক্তি নবায়ন হয়। এ চুক্তিবলে ফরাসি দূতাবাস বিস্তর অধিকার ভোগের সুযোগ পেয়ে যায়। হেনরি দা ফালুয়া ছিল ফরাসি সম্রাটের ভাই। সে ফরাসি সম্রাটের নির্দেশে পোল্যান্ডের শাসক নিযুক্ত হয়। আর এভাবে ফরাসিরা ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যের ইজারাদারি পেয়ে যায়। সাবেক চুক্তি অনুসারে ফরাসিরা উসমানিদের আশপাশে খ্রিষ্টান দূতদের পাঠাচ্ছিল। বাহ্যত তাদের কাজ ছিল উক্ত এলাকাসমূহে, বিশেষ করে সিরিয়া অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া। তারা সেখানকার খ্রিষ্টানদের অন্তরে ফরাসিদের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপন করে যাচ্ছিল, যা পরবর্তী সময়ে উসমানি খিলাফতের দুর্বলতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কেননা, খ্রিষ্টানদের মধ্যে ফরাসিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। তাদের মধ্যে আনুগত্যহীনতা প্রবল হয়ে ওঠে। কয়েক জায়গায়

[৪] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ড. আলি হাসুন : ১২৩।

[৫] প্রাগুক্ত : ১২৪।

তারা বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়। তাদের এই প্রভাব ও বিদ্রোহ জাতীয় ও ভাষাগত স্বাধীনতার দাবিতে প্রকাশ করে। তাই কালপরিক্রমায় যখন উসমানি খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এই খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা পেতে থাকে।[৬]

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক নীতির আলোকে সিন্ধিগুলোকে তাদের অধিকার মনে করত। এ জন্য ফরাসিরা সেই বুলগেরীয়দের সহায়তায় সেনা পাঠিয়ে দেয়, যাদের বিরুদ্ধে সুলতান চতুর্থ মুরাদ ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে এসেছেন। অনুরূপ ফ্রান্স উসমানি খিলাফতকে সন্ত্রস্ত করতে এবং নিজেদের দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য করতে নৌবহরের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতকেও পাঠায়। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন; তিনি বলে দেন, 'এই চুক্তি এমন জরুরি কিছু নয় যে, সর্বাবস্থায় তা পালন করে যেতে হবে। এটা কেবল সুলতানের একটা অনুগ্রহমূলক সিদ্ধান্ত। আমরা চাইলে ফ্রান্সকে দেওয়া আমাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা যেকোনো মুহূর্তে ফিরিয়ে নিতে পারি।'

প্রধানমন্ত্রীর এ ধমক ফ্রান্সকে তাদের অবস্থান পালটাতে বাধ্য করে। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, উসমানি খিলাফতের মধ্যে এখনও এই পরিমাণ প্রাণ বিদ্যমান, যার মাধ্যমে তারা তাদের অধিকারের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। সুতরাং ফরাসি সরকার বিভিন্ন বাহানায় ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সুবিধামূলক চুক্তি নবায়ন করতে সুলতানকে রাজি করিয়ে নেয়। এর ফলে শত্রুতার সুযোগ আরও বেড়ে যায়। কোথায় উসমানিরা তাদের শত্রু চিহ্নিত করবে; বরং তারা খ্রিষ্টানদের ওপর আরও বেশি আশ্বস্ত হয়ে ওঠে। অবস্থা শেষপর্যন্ত এই পর্যায়ে গড়ায় যে, সুলতান চতুর্থ মুরাদ (১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রি.) বায়তুল মাকদিসের নিরাপত্তার দায়িত্বও ফরাসিদের হাতে তুলে দেন।[৭]

বার বার অনুগ্রহের সিদ্ধান্ত নবায়ন করা হয় এবং প্রতিবারই উসমানিরা তিক্ত অনুরোধ গিলতে থাকে। এভাবে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে অনুগ্রহের সিদ্ধান্ত নবায়ন করে উসমানিরা ফরাসিদের জন্য বাণিজ্যিক অনেক সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন মিসর দখল করে, তখন এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। উসমানি খিলাফত তখন চুক্তি স্থগিত ঘোষণা করে। কিন্তু নেপোলিয়ন চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে মিসর থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এটা তখন হয়, যখন নেপোলিয়ন মিসর থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেয়। কার্যত এগুলো সংঘটিত হয়েছিল ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। উসমানি খিলাফত তখন সুবিধা আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে ফরাসিরা

[৬] *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ড. আলি হাসুন: ১২৪।

[৭] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ কিরাআতুন জাদিদা লি আওরাকিল ইনহিতাত*, জাওয়াদ আজবি : ২৬।

ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে যায়। তারা তখন কৃষ্ণসাগরে জাহাজ চালানোর ক্ষেত্রে সব ধরনের বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে যায়।[৮]

এই সুবিধাপ্রদান উসমানি খিলাফতের জন্য অত্যন্ত অহিতকর প্রমাণিত হয়। গ্রিক ইতিহাসবিদ মি. দিমিত্রি কেতসিক্স লেখেন, 'এই সুবিধাপ্রদান উসমানি খিলাফতের অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এর কারণে উসমানি খিলাফত নতুন কোনো উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছিল না। কারণ, বহির্দেশীয় বাণিজ্যের মোকাবিলায় দেশীয় বাণিজ্যে যে কর আরোপ করা হয়েছিল, এটা অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল।' এ ছাড়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনাদি মেটাতে আমদানির কোনো পথও বের করতে পারছিল না। এ জন্য অন্যদের সুবিধাপ্রদানের নীতি উসমানিদের জন্য অপমানের চুক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এর থেকে মুক্তির একটামাত্র পথ ছিল; আর সেটা ছিল উসমানি সাম্রাজ্য কর্তৃক পুরো ইউরোপ দখল করে নেওয়া। কিন্তু সেটা তো আর তখন হওয়ার মতো ছিল না। উসমানিদের ছাতার তলে থেকে ফরাসিরা তত দিনে আলাদা সাম্রাজ্য কায়েম করে ফেলেছিল।[৯]

দুই. দ্বিতীয় সালিমের কাছে খাওয়ারিজম শাসকের সাহায্য প্রার্থনা

খাওয়ারিজমের শাসক সুলতান বরাবর অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, পারস্যের অধিপতি তার সীমান্ত অতিক্রম করার অভিযোগে তুর্কিস্তান থেকে আগত হাজিদের বন্দি করছে। আর মস্কো কর্তৃক আস্ট্রাক্যান দখলের পর হাজি এবং ব্যবসায়ীদের ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াতে বাধা দিচ্ছে। তাই খাওয়ারিজমের শাসকের আবদার ছিল, সুলতান যেন আস্ট্রাক্যান জয় করে হজের যাত্রাপথ পুনরায় উন্মুক্ত করে দেন।[১০]

সুলতান সালিম এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী সাকুল্লি ৯৭৬-৯৭৭ হিজরি; ১৫৬৮-১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আস্ট্রাক্যান বিজয়ের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন, যাতে এই এলাকা জয়ের পর একে উসমানি সেনাদের একটি কেন্দ্রে রূপান্তর করা যায়। এ লক্ষ্যে উসমানিরা ভলগা এবং ডন নদীদ্বয়ের মধ্যখানে এমন একটি নদী খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে উসমানি নৌবহর কৃষ্ণসাগরের পথ দিয়ে প্রবেশ করে কাজবিনের জলসীমায় ঢুকে সহজে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে রুশ সেনাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিতে পারে। এখানে উসমানিদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে ককেশাস এবং আজারবাইজানে পারস্যের সাফাবিদের প্রভাব খতম করা। উপরন্তু এর মাধ্যমে

[৮] প্রাগুক্ত : ২৭।

[৯] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ দাওলাতুন ইসলামিয়্যাহ মুফতারা আলাইহা* : ১/৭৫

[১০] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি* : ১৪৪।

উসমানিদের জন্য আজারবাইজানের তৃণহীন প্রান্তর অতিক্রমের পরিবর্তে সাফাবি এবং কারাকোরামের তাতারদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে উত্তরাঞ্চলে পারস্যবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিরিক্ত সুযোগ নেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সেই প্রাচীন পথটি পুনরায় চালু করা, ইতিপূর্বে যা মধ্য-এশিয়া হয়ে পূর্বের লোকজন পশ্চিমে যেতে ব্যবহার করত।[১১]

উসমানিরা ভলগা হয়ে ডন নদীতে পৌঁছা শুরু করে। জুমাদাল উলা ৯৭৭; অক্টোবর ১৫৬৯-এর শুরুতেই এই নদী খননের এক-তৃতীয়াংশ কাজ তারা সমাপ্ত করে। যদিও শীতকাল শুরু হয়ে যাওয়ায় খোদাইকাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল; তথাপি সেনাবাহিনীর প্রধান এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, ছোট ছোট জাহাজের মাধ্যমে তোপ এবং অন্য যুদ্ধসামগ্রী সামনে নিয়ে আস্ট্রাক্যানের উপর হামলা চালানো হোক। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই হামলা ব্যর্থ হয়। তবে ব্যর্থতার পাশাপাশি সাকুল্লি পাশা বেশকিছু সফলতাও অর্জন করেন। যেমন : মোল্দাভিয়া, ওয়ালাচিয়া এবং পোল্যান্ডের শাসকদের ওপর সুলতানের কর্তৃত্ব প্রবল হয়ে ওঠে। কেননা, উসমানিরা উত্তর-পশ্চিম থেকে সম্প্রসারণবাদী রুশদের আগ্রাসন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল।[১২]

তিন. সাইপ্রাস জয়

ইতালি এবং স্পেন সাইপ্রাস দ্বীপের গুরুত্ব ভালো করেই জানত। ইউরোপ জুড়ে এ কথা প্রচার হয়ে যায় যে, সুলতানের বিরুদ্ধে পুরো খ্রিষ্টানবিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সুলতান যখন সাইপ্রাস দখলের জন্য সেখানকার উপকূলে উপনীত হন, তখন সাইপ্রাস রক্ষার্থে কেউ এগিয়ে আসেনি। উসমানিবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে খুব সহজেই তা পদানত করে নেয়। শুধু ফামারজাস্টা নামক সুদৃঢ় শহরটি উসমানিদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বাহলিউন এবং ব্রাগদিউ শহরটি রক্ষার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এদের প্রায় লক্ষাধিক যোদ্ধা উসমানিবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উসমানিরা এই যুদ্ধ এবং অবরোধে তখনকার যুগের যাবতীয় যুদ্ধ-উপকরণ ব্যবহার করে। যেমন : গেরিলা অভিযান এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে শত্রুদের নিরাশ করে তোলা। কিন্তু এতকিছুর পরও শহরের প্রতিরোধবাহিনী বীরত্বের সঙ্গেই প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। উসমানিদের কোনো প্রয়াসই যেন তাদের ওপর কার্যকর হচ্ছিল না। তারা কোথাও থেকে সামান্য সাহায্য পেলেই উসমানিদের জন্য ভয়ংকর শঙ্কার কারণ হয়ে উঠত। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধাই তাদের হারিয়ে দেয়। অবশেষে ৯৭৮ হিজরি; ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে তারা শহরটি উসমানিদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

---

[১১] *ফাতহু আদন*, আবদুল লতিফ বাহরাবি : ১৪৫।

[১২] *জুহুদুল উসমানিয়িন* : ৪৪৭।